রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ২৭, ২০০৬

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪১৩/৬ ডিসেম্বর ২০০৬

এস, আর ও নং ৩০৯-আইন/২০০৬।—Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972 (P.O. No. 143 of 1972) এর Article 22 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর Board of Directors, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মচারী (অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা নিম্নলিখিত কর্মচারী ব্যতীত, কর্পোরেশনের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী;

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী; এবং

(গ) এমন সকল কর্মচারী, যাহারা এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহতি পূর্বে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী ছিলেন, কিন্তু প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

(৩) ইহা ১ জুলাই, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) "অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল" অর্থ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হইতে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক চাঁদা, তদনুকূলে করর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত চাঁদা এবং উভয় চাঁদার অর্থের সুদ সমন্বয়ে গঠিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল (contributory provident fund);

(খ) "আদেশ" অর্থ Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972 (P.O. No. 143 of 1972);

(গ) "আনুতোষিক" অর্থ প্রবিধান ২৪ এর অধীন প্রদেয় আনুতোষিক;

(ঘ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) "কর্মচারী" অর্থ কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "কর্পোরেশন" অর্থ আদেশের Article 3 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পর্যটন করর্পোরেশন Bangladesh Parjatan Corporation;

(ছ) " গণনাযোগ্য চাকুরী" অর্থ প্রবিধান ১৫ তে উল্লিখিত গণনাযোগ্য চাকুরী;

(জ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্পোরেশনের Board of Directors এর চেয়ারম্যান;

(ঝ) "ট্রাষ্টী বোর্ড" অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ট্রাষ্টী বোর্ড;

(ঞ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন তফসিল;

(ট) "তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল;

(ঠ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আদালাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন সুবিধা পাইবার ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(ড) "সভাপতি" অর্থ ট্রাষ্টী বোর্ডের সভাপতি;

(ঢ) "সদস্য" অর্থ ট্রাষ্টী বোর্ডের কোন সদস্য;

(ণ) "সাধারণ ভবিষ্য তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৩০ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।

৩। **তহবিল গঠন।**—কর্মচারীগণকে এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর, নিম্নবর্ণিত উৎসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ;

(খ) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) দফা (খ) এর অধীন যে সকল কর্মচারী অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই সকল কর্মচারী অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, তাহাদের অনুকূলে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রতিমাসে কর্পোরেশন যে অর্থ প্রদান করিত সেই অর্থ;

(গ) কর্পোরেশন কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত এককালীন মঞ্জুরী;

(ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়; এবং

(ঙ) অন্যান্য বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। **ট্রাষ্টী বোর্ড।**—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ট্রাষ্টী বোর্ড নামে একটি ট্রাস্টী বোর্ড থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কর্পোরেশনের পরিচালক (অর্থ), পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কর্পোরেশনের মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পদাধিকারবলে;

(গ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের একজন ব্যবস্থাপক;

(ঘ) কপোরেশনের ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), পদাধিকারবলে;

(ঙ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের দুইজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যাহাদের মধ্যে একজন ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি।

(২) ট্রাষ্টী বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) ট্রাস্টী বোর্ডের দায়িত্ব পালনের জন্য উহার কোন সদস্য কোন বেতন, ভাতা বা পারিতোষিক পাইবেন না।

৫। **ট্রাষ্টী বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।—ট্রাষ্টী বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য, কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ঋণ গ্রহণ;

(গ) প্রবিধান ৬ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কর্পোরেশনের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৬। **তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি**।—(১) ট্রাষ্টী বোর্ড, কর্পোরেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ এইরূপ বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাষ্টী বোর্ড তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের স্থায়ী আমানতের বা সঞ্চয় হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাষ্টী বোর্ড, কর্পোরেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতিবৎসর এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর ভাতা ও আনুতোষিক পরিশোধের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি চলতি হিসাবে জমা রাখিতে পারিবে।

(২) সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যুগ্ম স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৭। **সদস্য-সচিব ও আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার কার্যাবলী** ।—ট্রাষ্টী বোর্ডের সদস্য-সচিব নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ;

(খ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ;

(গ) ট্রাষ্টী বোর্ডের নির্দেশ যদি থাকে, অনুসারে প্রবিধান ৬ এ উল্লিখিত আমানত, ব্যাংক হিসাব ও বিনিয়োগ পরিচালনা;

(ঘ) প্রবিধান ২৯, অধীন কার্যাবলী সম্পাদন।

৮। **ট্রাস্টী বোর্ডের সভা** ।—(১) এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী সাক্ষেপে, ট্রাষ্টী বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ট্রাষ্টী বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে ট্রাস্টী বোর্ডের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি ট্রাষ্টী বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য ট্রাষ্টী বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। **তহবিলের অর্থ ব্যয় ও হিসাব নিরীক্ষা** ।—(১) তহবিলের অর্থ অবসরভাতা ও আনুতোষিক প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

(২) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

১০। **অবসরভাতা, ইত্যাদি পাইবার যোগ্যতা** ।—এই প্রবিধানমালা যে সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহারা সকলেই এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুসারে অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবেন।

১১। **কতিপয় কর্মচারীর ক্ষেত্রে অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ।**—(১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহতি পূর্বে চাকুরীরত কোন কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিলে, তিনি—

(ক) উক্ত প্রবর্তনের পরও উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারিবেন; অথবা

(খ) উক্ত প্রবর্তনের পর, চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকুন বা চাকুরীরত থাকুন, এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের পর, তিন মাসের মধ্যে, এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিতভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ প্রবর্তনের বিষয়টি, অফিস আদেশের মাধ্যমে, কর্মচারীদিগকে অবহিত করিতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রবর্তনের তারিখের কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি এই দফার অধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকারী হইবেন না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোন কর্মচারী অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সেইক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,—

(ক) তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন;

(খ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারীর হিসাবে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ তহবিলে জমা হইবে;

(গ) তিনি অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চাকুরীকালের জন্য বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ এর প্রবিধান ৪৭ অনুসারে কোন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন না এবং তাঁহার উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পরবর্তী চাকুরীকালের প্রতিটি অর্থ বৎসরের বা আংশিক বৎসরের সর্বশেষ দিবসে কর্পোরেশন উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করিবে;

(ঘ) উক্ত কর্মচারীর চাকুরীকাল অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে; এবং

(ঙ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

১২। **অবসর গ্রহণ**।—প্রবিধান ১৩ ও ১৪ এর বিধান সাপেক্ষে, একজন কর্মচারী তাঁহার সাতান্ন বৎসর বয়স পূর্তিতে কর্পোরেশনের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

১৩। **স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ**।—(১) একজন কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) যে তারিখ হইতে কোন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে আগ্রহী, সেই তারিখের অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্বে তাহাকে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিশ প্রদান করা হইলে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখ চূড়ান্ত তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করা যাইবে না।

১৪। **কর্পোরেশন কর্তৃক অবসর প্রদান**।—কর্পোরেশন উহার কোন কর্মচারীকে, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, অবসর প্রদান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) উক্ত কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং কর্পোরেশন মনে করে যে কর্পোরেশনের স্বার্থে উক্ত কর্মচারীকে অবসর প্রদান করা প্রয়োজন; অথবা

(খ) কর্পোরেশন কর্তৃক শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে উক্ত কর্মচারীকে কোন বিভাগীয় মামালায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৫। **গণনাযোগ্য চাকুরী**।—(১) এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরীকাল বলিতে কর্পোরেশনের কোন, পূর্ণকালীন ও স্থায়ী পদের বিপরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হইয়া চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ বা তাহাকে কর্পোরেশন কর্তৃক অবসর প্রদান বা চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদ বিলুপ্তি বা মৃত্যুর মাধ্যমে চাকুরী অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমাপ্ত পূর্ণবৎসরকে গণনা করা হইবে এবং বৎসরের ভগ্নাংশকে বর্জন করা হইবে।

(৩) কোন কর্মচারীর বিনা বেতনে ছুটিকাল গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৪) কোন কর্মচারীর বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বের চাকুরীকাল গণনাযোগ্য চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৫) কর্পোরেশনের চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে কোন কর্মচারী কোন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে অব্যাহতভাবে চাকুরী (continuous service) করিয়া থাকিলে উক্ত চাকুরীকালকে করপোরেশনের চাকুরীকালীন সময়ের সাথে যুক্ত করিয়া গণনাযোগ্য চাকুরীকাল গণনা করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিবার কারণে কোন অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদির অর্থ গ্রহণ করা হইলে বা প্রাপ্য হইলে উহা, কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কর্পোরেশনের অনুকূলে সমর্পণ করিতে হইবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Pakistan Tourism Development Corporation Limited এর যেসকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী আদেশের Article 20এর বিধান অনুযায়ী করপোরেশনে স্থানান্তরিত (stand transferred) হইয়া কর্মরত রহিয়াছেন, সেই সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গণনাযোগ্য চাকুরী উক্ত Pakistan Tourism Development Corporation Limited এর চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৭) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কোন কর্মচারী দেশে বা বিদেশে কোন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে, লিয়েনে বা অন্য কোনভাবে কর্মরত থাকিলে এবং উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান হইতে অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদির অর্থ আদায় করিয়া কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ না করিলে উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানের চাকুরীকালীন সময়কে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৮) প্রবিধান ২৩ এ উল্লিখিত অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালীন সময়কে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে।

[**ব্যাখ্যা** ঃএই প্রবিধানের অধীন "অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধা" বলিতে অবসর ভাতা, আনুতোষিক, অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল বা সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, যাহাই হউক না কেন, এর সুবিধাকে বুঝাইবে।]

১৬। **গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি প্রমার্জন**।—(১) অবসরভাতা বা আনুতোষিক মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে, কোন কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি দেখা দিলে,—

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে;

(খ) ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয় এইরূপ সময়ের ঘাটতি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রমার্জন করা হইবে, যদি তিনি,—

(অ) চাকুরীরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন; অথবা

(আ) তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে যেমন-পঙ্গুত্ব বা পদ অবলুপ্তির ফলে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে তিনি কমপক্ষে আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করিতে পারিতেন; এবং

(ই) সন্তোষজনকভাবে (satisfactory) চাকুরী করিয়া থাকেন।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরীতে এক বৎসরের বেশী সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই প্রমার্জন করা হইবে না।

১৭। **অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম গণনাযোগ্য চাকুরী**।—কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী না করিয়া থাকিলে, তিনি কোন অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

১৮। **ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা**।—কোন কর্মচারী দশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, তাহার পদ বিলুপ্ত হইলে এবং তাহাকে অন্য কোন সমান বা নিম্নতর পদে নিয়োগ করা না হইলে অথবা তিনি উক্তরূপ কোন পদে যোগদান করিতে না চাহিলে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

১৯। **অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা**।—কোন কর্মচারী দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কর্পোরেশনের চাকুরীতে কর্মরত থাকাকালে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে উক্ত কর্মচারী স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তাহাকে অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

২০। **পারিবারিক অবসরভাতা**।—(১) কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর, কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে, মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে তফসিল-১ এ বিধৃত হার অনুসারে যে অবসরভাতা পাইতেন, তাহার পরিবার সেই ভাতার সমপরিমাণে পারিবারিক অবসর ভাতা উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর পনের বৎসর পর্যন্ত পাইবেন।

(২) যে কোন প্রকার অবসরভাতা প্রাপ্তি শুরু করিবার পর পনের বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার পরিবারবর্গ উক্ত পনের বৎসরের অবিশষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত অবসরভাতার সমপরিমাণ ভাতা পাইবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এবং (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে তাহার বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা স্বামী পুনঃবিবাহ না করিলে এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে উপার্জনের অক্ষম সন্তান-সন্ততিগণ উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হারে আজীবন পারিবারিক অবসরভাতা পাইবেন।

২১। **অবসরভাতা প্রাপ্তির মেয়াদ**।—প্রবিধান ২০(১) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অবসর ভাতা পাইবেন।

২২। **অবসরভাতার হার**।—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা, তাহার প্রাপ্য সর্বশেষ মূল বেতন (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালীন সময়ের বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইলে তাহাসহ) এর ভিত্তিতে তফসিল-১ এ বিধৃত গণনাযোগ্য চাকুরীকালের বিপরীতে উল্লিখিত হার অনুসারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত অবসরভাতা তাহাকে মাসে মাসে প্রদান করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর অবসরভাতা, সরকারী কর্মচারীদের জন্য, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সীমার উর্দ্ধে হইবে না।

২৩। **অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি**।—(১) Public Servants Retirement Act, 1974 (Act, XII of 1974) এর বিধান সাপেক্ষে, অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী, ছুটি পাওনা সাপেক্ষে, তাহার সর্বশেষ বেতনের হিসাবে বার মাস পূর্ণ গড় বেতন ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী সময়েও উহা ভোগ করা যাইবে, তবে এই ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে এক বৎসর বা উক্ত কর্মচারীর আটান্ন বৎসর বয়স সীমা যাহা পূর্বে সমাপ্ত হয়, অতিক্রম করিবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য ছুটি শেষ হইবার তারিখ হইতে কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারী ইচ্ছা করিলে, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগ ব্যতিরেকেও অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) অবসর গ্রহণের তারিখের অন্যূন একমাস পূর্বে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের অন্যূন একদিন পূর্বে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাইবেন।

২৪। **আনুতোষিক**।—(১) প্রবিধান ২০ এর উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা স্বামী এবং প্রতিবন্ধী সন্তান ব্যতীত, কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি বা উক্ত সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে প্রাপ্য অবসরভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নের টেবিলে উল্লিখিত হারে এককালীন আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা ঃ

টেবিল

নং	গণনাযোগ্য চাকুরীকাল	সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(১)	দশ বৎসর বা তদূর্ধ কিন্তু পনের বৎসরের কম	২৩০ টাকা
(২)	পনের বৎসর বা তদূর্ধ কিন্তু বিশ বৎসরের কম	২১৫ টাকা
(৩)	বিশ বৎসর বা তদূর্ধ	২০০ টাকা

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অবসরভাতা পাইবার অধিকারী কোন কর্মচারী বা, ক্ষেত্রমত, তাহার পরিবারের সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত অবসরভাতার সমর্পণযোগ্য অর্ধাংশের পরবর্তী অর্ধাংশও সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে এককালীন আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী অন্যূন তিন বৎসর কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটানো হইলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা, তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাঁহার পরিবারকে তিন মাসের মূল বেতনের সমান এককালীন আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী অন্যূন পাঁচ বৎসর কিন্তু দশ বৎসরের কম গণনাযোগ্য চাকুরী সমাপ্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটানো হইলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা, তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাঁহার পরিবারকে তিনি যত বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি বৎসরের জন্য তাঁহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতনের দ্বিগুণ হারে এককালীন আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

২৫। **অবসরভাতা, ইত্যাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন**।—(১) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর যাহাতে তাহার পরিবারের প্রাপ্য অবসরভাতা ও আনুতোষিক উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, তিনি এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের সময় চাকুরীরত কর্মচারী হইলে, এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখের একশত আশি দিনের মধ্যে; এবং

(খ) উক্ত তারিখের পরে চাকুরীতে যোগদান করিলে, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে নব্বই নব্বই দিনের মধ্যে;

তফসিল ২এ বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া তাহার অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া উক্ত ফরমটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখের পূর্বে কোন কর্মচারী উক্ত উদ্দেশ্যে কোন মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে উক্ত মনোনয়ন, এই প্রবিধানমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া যে কোন সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ নোটিশের সহিত একটি নূতন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়ন জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকারের প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে প্রদান করা হইবে।

২৬। **কতিপয় বিধি-নিষেধ**।—(১) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে ইস্তফা দিলে বা চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, তিনি কোন অবসরভাতা পাইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অদক্ষতার কারণে কোন কর্মচারী অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ অক্ষমতাজনিত কারণে তাহাকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হইলে যে পরিমাণ অবসরভাতা পাইতেন সেই পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোনভাবে চাকুরীর অবসানের সময়, কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত কোন বিভাগীয় মামলা বা অন্য কোন আদালতে কোন ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত মামলার রায় চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাহার পরিবার কোন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা বা উহার অংশবিশেষ প্রদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) বিভাগীয় মামলায় বা ফৌজদারী আদালতে দায়েরকৃত মামলায় যদি দেখা যায় যে, কোন কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত কর্মচারীকে বা তাহার পরিবারকে প্রদেয় অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হইতে উক্ত ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে, এবং এইরূপ ক্ষতির টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি প্রদান স্থগিত করা যাইবে।

(৫) কোন কর্মচারী একই সময়ে দুইটি অবসরভাতা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত, অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে থাকাকালে বা অবসর গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে, কোন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সুবিধা সম্পন্ন পদে নিয়োগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নিয়োগ গ্রহণ করিলে তাহাকে অবসরভাতা প্রদান করা হইবে না।

(৭) কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবারকে অবসরভাতা মঞ্জুর করিবার পূর্বে তাহার চাকুরীকাল সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং উক্ত চাকুরীকাল সন্তোষজনক না হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারী বা তাহার পরিবারের প্রাপ্ত অবসরভাতার পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে, হ্রাস করিতে পারিবে।

২৭। **অর্জিত ছুটি নগদায়ন**।—(১) চাকুরীতে থাকাকালে কোন কর্মচারী তাহার পাওনা অর্জিত ছুটি ভোগ না করিয়া থাকিলে তিনি বা, তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার পরিবারবর্গ উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত জমাকৃত অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাসের পরিবর্তে তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের সমান হারে, এককালীন নগদ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য অর্থ অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি শুরু হইবার পূর্বে গ্রহণ করা যাইবে না।

২৮। **অবসরভাতা, ইত্যাদির আবেদন**।—(১) কোন কর্মচারী বা মনোনীত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে তাহার পরিবার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধাদি পাইবার উদ্দেশ্যে, তফসিল-৩ এর প্রথম ভাগে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে তফসিল-৩ এর দ্বিতীয় ভাগে বিধৃত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধপূর্বক উক্ত তফসিলের তৃতীয় ভাগে বিধৃত ফরমে প্রার্থিত অবসরভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অবসরভাতা বা আনুতোষিক মঞ্জুর করা হইলে, আবেদনকারীকে তফসিল-৩ এর চতুর্থ ভাগে বিধৃত ফরমে একটি অবসরভাতা বহি প্রদান করা হইবে এবং এই বহিতে প্রতি মাসে প্রদত্ত অবসরভাতা লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এইরূপ প্রদত্ত অবসরভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

২৯। **অবসরভাতা, ইত্যাদি পরিশোধের স্থান**।—এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অর্থ যথাসম্ভব, উহার প্রাপক কর্তৃক উল্লিখিত, কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়, কোন আঞ্চলিক কার্যালয় বা কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হইবে এবং উক্তরূপ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩০। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল**।—(১) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর কর্পোরেশন, সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিকল্প (scheme) চালু করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত চাঁদা এবং প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর দফা (ঙ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ এবং এই সকল অর্থের উপর সুদ সমন্বয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠিত হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর কর্পোরেশনের চাকুরীতে যোগদানকারী কর্মচারীগণ এবং প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান মোতাবেক অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশকারী কর্মচারীগণ বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য গণনাযোগ্য চাকুরী দুই বৎসর পূর্ণ না হইলে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক হইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত দুই বৎসর পূর্তির পূর্বে কোন কর্মচারী, ইচ্ছা করিলে, সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের চাঁদার হার, চাঁদা আদায়, মনোনয়ন, প্রদত্ত চাঁদা হইতে অগ্রিম গ্রহণ, বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধসহ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিকল্প সংক্রান্ত আনুতোষিক সকল বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য General Provident Fund Rules, 1979 সহ এতদসংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান, নিয়মাবলী ও ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে *(mutatis mutandis)*, প্রযোজ্য হইবে।

(৫) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান অনুসারে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল ফরম প্রস্তুত করিতে পারিবে।

৩১। **প্রবিধানমালার অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—অবসরভাতা, আনুতোষিক, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বা এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরজনিত সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দিলে এতদ্‌বিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, ট্রাস্টী বোর্ড এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।**—এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে এবং উভয়ের মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে উক্ত Act এর বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৩৩। **চাকুরী প্রবিধানমালার সংশোধন।**—বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ এর—

(ক) প্রবিধান ৪৭ এর উপ-প্রবিধান (১) এর "নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী" শব্দগুলির পরিবর্তে "অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী নিম্নবর্ণিত যে কোন কর্মচারী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) প্রবিধান ৪৮ বিলুপ্ত হইবে।

তফসিল-১

(প্রবিধান ২০ ও ২২ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	গণনাযোগ্য চাকুরী	প্রাপ্য অবসরভাতার হার (সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের %)
(১)	(২)	(৩)
(১)	১০ বৎসর	৩২
(২)	১১ বৎসর	৩৫
(৩)	১২ বৎসর	৩৮
(৪)	১৩ বৎসর	৪২
(৫)	১৪ বৎসর	৪৫
(৬)	১৫ বৎসর	৪৮
(৭)	১৬ বৎসর	৫১
(৮)	১৭ বৎসর	৫৪
(৯)	১৮ বৎসর	৫৮
(১০)	১৯ বৎসর	৬১
(১১)	২০ বৎসর	৬৪
(১২)	২১ বৎসর	৬৭
(১৩)	২২ বৎসর	৭০
(১৪)	২৩ বৎসর	৭৪
(১৫)	২৪ বৎসর	৭৭
(১৬)	২৫ বৎসর বা তদূর্ধ	৮০

তফসিল-২

[প্রবিধান ২৫ (১) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধাদি গ্রহণের মনোনয়নপত্র)

নং	মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসরভাতার পরিমাণ (শতকরা হারে)	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন, সেইক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক, যদি থাকে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
(১)					
(২)					
(৩)					

সাক্ষী ঃ

১. ....

২. ....

কর্মচারীর দস্তখত ঃ

নাম ঃ..........................

তারিখ ঃ......................

পদবী ঃ..........................

বিভাগ/শাখা ঃ.................

তারিখ ঃ............................

১২। কর্তৃপক্ষের যে অফিস হইতে অবসরভাতা/আনুতোষিক সুবিধাদির টাকা পাইতে আগ্রহী— ঃ

(ক) অবসরভাতা ঃ

(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন আনুতোষিক টাকা ঃ

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা ঃ

ঘোষণাপত্র ঃ

আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জানামতে সঠিক এবং আমি নির্ধারিত ফরমে ইতোপূর্বে অবসরভাতার জন্য দরখাস্ত করি নাই। এই আবেদনের সূত্রে আমি যদি কোন অতিরিক্ত অবসরভাতা বা আনুতোষিক গ্রহণ করি, তাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিব।

....

কর্মচারীর/আবেদনকারীর দস্তখত

তারিখ ঃ.........................

তফসিল-৩

প্রথম ভাগ

“খ” অংশ

(কর্মচারীর/আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষর/আঙ্গুলের ছাপ)

আবেদনপত্রের “ক” অংশে উল্লিখিত অবসরভাতা/আনুতোষিক সুবিধাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি এতদ্‌দ্বারা আমার নমুনা স্বাক্ষর ও আঙ্গুলের ছাপ নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ

নমুনা স্বাক্ষর

(১) .... (২) .... (৩) ....

আঙ্গুলের ছাপ

বৃদ্ধাঙ্গুলি	তর্জনী	মধ্যমা	অনামিকা	কনিষ্ঠা

কর্মচারীর/আবেদনকারীর দস্তখত

নাম ঃ ....

তারিখ ঃ ....

সত্যায়িত

....

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দস্তখত

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

"ক" অংশ

[প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা/আনুতোষিক সুবিধাদির আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্মচারীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিম্নেরঅংশ পূরণ করিবেন)

১। কর্মচারীর নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। জাতীয়তা ঃ

৪। কর্মচারীর সহিত ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

৫। অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অব্যবহিত পূর্বের কর্মচারীর পদের নাম ঃ

৬। কর্মচারীর জন্ম তারিখ ঃ

৭। সনাক্তকরণ চিহ্ন ঃ

৮। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ

৯। অবসরভাতা প্রাপ্যতার তারিখ ঃ

১০। আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ ঃ

১১। গণনাযোগ্য চাকুরীকাল ঃ

১২। প্রার্থীত অবসরভাতা অন্যবিধ সুবিধার ধরণ ঃ

১৩। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ঃ

১৪। প্রার্থীত মাসিক অবসরভাতার মোট পরিমাণ ঃ

১৫। প্রস্তাবিত সমর্পণের পরিমাণ ঃ

১৬। প্রাপ্য নীট অবসরভাতার পরিমাণ ঃ

১৭। অবসরভাতা ইত্যাদি পরিশোধের স্থান—

(ক) অবসরভাতা ঃ

(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন আনুতোষিক ঃ

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা

১৮। যে তারিখে অবসরভাতা প্রদেয় হইয়াছে বা হইবে ঃ

....

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দস্তখত

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

[প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

"খ" অংশ

(গণনাযোগ্য চাকুরীর হিসাব)

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

নং	চাকুরী, ছুটি, ইত্যাদির বর্ণনা	হইতে	পর্যন্ত	সময়কাল
(১)	চাকুরীর মোট সময়কাল (বিরতি এবং অগণনাযোগ্য চাকুরীকাল, যদি থাকে, তাহাসহ)			
(২)	অসাধারণ ছুটি			
(৩)	কর্মরত বা ছুটি হিসাবে গণ্য হয় নাই এইরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকার সময়কাল, যদি থাকে			
(৪)	চাকুরীকালে কোন বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল			
(৫)	বিরতি মার্জনা না করা হইলে বিরতির পূর্ববর্তী চাকুরীকাল			
(৬)	ইস্তফাদানের ফলে বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরীকাল			
(৭)	অননুমোদিত অনুপস্থিতি			
	সর্বমোট চাকুরীকাল			

নীট গ্রহণযোগ্য চাকুরীকাল...

গণনাযোগ্য চাকুরীতে মার্জনাকৃত ঘাটতি...

সর্বমোট গণনাযোগ্য চাকুরী.............বৎসর...........মাস..........দিন।

....

প্রশাসন বিভাগের

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত।

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

"গ" অংশ

[প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা/অর্জিত ছুটি নগদায়নের হিসাব)

(হিসাব বিভাগ পূরণ করিবে)

১। প্রাপ্য মোট অবসরভাতার পরিমাণ ঃ

....

সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতন

...........টাকার.................

................(% হারে)

.......................টাকা

২।. শতকরা...............................ভাগ...............................

সমর্পনের পর নীট অবসরভাতার পরিমাণ ঃ

৩। প্রথম ৫০% সমর্পিত অবসর ভাতা........................
টাকার প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণ ঃ ....

৪। পরবর্তী ৫০% সমর্পিত অবসরভাতা............................
টাকার প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণ ঃ ....

৫। কর্মচারীর অর্জিত ছুটির নগদায়নের বিবরণ—

(ক) ছুটির পরিমাণ ঃ ....

(খ) প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ঃ ....

....

....

হিসাব বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত

তফসিল-৩

দ্বিতীয় ভাগ

"ঘ" অংশ

[প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

(উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ)

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম.......................................এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক। সুতরাং অডিট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে তাহাকে মাসিক নীট অবসরভাতা..টাকা এককালীন আনুতোষিক এতদ্দ্বারা মঞ্জুর করা হইল।

অথবা

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম.......................................এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক নহে এবং সেই কারণে তাহার অবসরভাতা নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করিয়া, অডিট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে, মঞ্জুর করা হইল।

(ক) নীট অবসরভাতার পরিমাণ....................................

(খ) এককালীন আনুতোষিক.......................................

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন..

অবসরভাতার প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ ঃ...............................

....

সভাপতির দস্তখত ও সীল

তফসিল-৩
দ্বিতীয় ভাগ
“ঙ” অংশ
[প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

(অডিট বিভাগ পূরণ করিবে)

১। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য গণনাযোগ্য চাকুরীর পরিমাণ ঃ ....

২। গণনাযোগ্য চাকুরী গণনার ক্ষেত্রে প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ, যদি থাকে ঃ...

৩। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য—

(ক) অবসরভাতার পরিমাণ ঃ ....

(খ) এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণ ঃ ....

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর পরিমাণ ঃ ....

৪। ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত পরিমাণ সর্ম্পকে প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিত কারণ ঃ ....

৫। অবসরভাতা প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ ....

....

অডিট বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

১। অবসরভাতার হিসাব নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, উহার হিসাব সঠিক পরিমাণ ....

২। অবসরভাতার/এককালীন আনুতোষিক/অর্জিত ছুটি নগদায়ন এর ইস্যুর নম্বর ....

তারিখ ....

....

প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দস্তখত

তফসিল-৩
তৃতীয় ভাগ
[প্রবিধান ২৮ (২) দ্রষ্টব্য]

(অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রদানের আদেশ)

নম্বর .... তারিখ ঃ.....................খ্রিস্টাব্দ/বঙ্গাব্দ ।

অবসরভাতার শ্রেণী ও উহা মঞ্জুরীর আদেশের তারিখ	গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ চিহ্ন	উচ্চতা মিটার/ সেন্টিমিটার	জন্ম তারিখ	গ্রহণকারীর ঠিকানা	প্রদেয় মাসিক অবসর ভাতার পরিমাণ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এতদ্বারা জনাব/বেগম.. এর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে ঃ

(ক) নীট অবসরভাতার হিসাবে .... টাকা মঞ্জুর করা হইল। উক্ত অবসরভাতা প্রত্যেক মাস শেষ হইবার পর তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম ....কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(খ) .... টাকা সমর্পনের বিপরীতে .... টাকা এককালীন মঞ্জুর করা হইল, যাহা এককালীন তাহাকে/মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম ....কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ ....টাকা মঞ্জুর করা হইল, যাহা তাহাকে মনোনতি ব্যক্তি/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম...................................কে প্রদানযোগ্য হইবে।

....

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দস্তখত

তফসিল-৩
চতুর্থ ভাগ
[প্রবিধান ২৮ (৩) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্মচারী অবসরভাতা পরিশোধ বহি

পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি

১। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ও সর্বশেষ পদ ....

২। অবসরভাতা গ্রহণকারীর নাম ....

৩। কর্মচারী/অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা ....

অবসরভাতা প্রাপ্যতা ও অনুমোদনের তারিখ	জন্ম তারিখ	অবসরভাতার প্রকৃতি	মাসিক মোট অবসরভাতার পরিমাণ

সূত্র নং................................

তারিখ................................

পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত
ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত ভাবে প্রদান করুন

জনাব/বেগম.................................নীট অবসরভাতার..................................(টাকা কথায়) ....টাকা যাহা প্রত্যেক মাস শেষ হওয়ার পর পরিশোধযোগ্য এবং সমর্পিত অবসরভাতার বিপরীতে এককালীন.......................................টাকা আনুতোষিক প্রদান করুন।

....
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দস্তখত

প্রতি ঃ

....

....

....

নং	প্রদত্ত অবসরভাতার বৎসর ও মাস	পরিশোধের তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	বিতরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
(১)	জানুয়ারি/২০০				
(২)	ফেব্রুয়ারি/২০০				
(৩)	মার্চ/২০০				
(৪)	এপ্রিল/২০০				
(৫)	মে/২০০				
(৬)	জুন/২০০				
(৭)	জুলাই/২০০				
(৮)	আগস্ট/২০০				
(৯)	সেপ্টেম্বর/২০০				
(১০)	অক্টোবর/২০০				
(১১)	নভেম্বর/২০০				
(১২)	ডিসেম্বর/২০০				

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

Board of Directors এর আদেশক্রমে
ড. মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।